দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 03 JUL 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাউবির শিক্ষায় কর্মমুখী হচ্ছে নারী

পাঁচ সন্তানের জননী আর্জিনা বেগম এ বছর বাউবির ধামরাইয়ের তালুক আতাউর রহমান খান কলেজ কেন্দ্র থেকে এইচএসসি পাস করেছেন। তাঁর বাড়ি ধামরাইয়ের এক অজপাড়া গাঁয়ে। প্রায় ২০ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে নিয়মিত টিউটোরিয়াল ক্লাস করেছেন সাপ্তাহিক বন্ধের দিন শুক্রবারেও। পরীক্ষায় হলে ছিল তাঁর চোখ মুখে খুশির হাসি। পাস করে প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হবেন। পরীক্ষা কেমন হচ্ছে সে সময়ে জানতে চাইলে খুব দৃঢ়চিত্তে হেসে হেসে জবাব দেন নিয়মিত পড়ালেখা করেছি, পাস করতে সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। চাকরি ও সংসারের কাজের পাশাপাশি লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে বাউবিতে। আর তিনি এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এখন সফল।

ফারহানা বেগমের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি এ বছর ইংরেজীতে অকৃতকার্য হয়েছেন। আগামীতে এক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করার দৃঢ় মনোবল রয়েছে তাঁর। বাউবি থেকে এসএসসি পাস করার ফলে ইপিজেডে একটি চাকরি যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মেয়ে কোহেলীও এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে বাউবি থেকে। সে এসএসসি পাস করলে একটি সংস্থায় চাকরিতে যোগ দিতে পারবে। এ বিষয়ে কথা পাকাপাকি হয়ে আছে।

এসএসসি পরীক্ষার হলে বসা যূথিকা রানীর মাথায় সিঁথিতে সিঁদুর দেখে জানা গেল মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁর বিয়ে হয়েছে। নিয়মিত স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করতে হয় না বলে তিনি বাউবিতে ভর্তি হয়েছিলেন। এসএসসি পাস করলেই প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করবেন। মিলির বয়স বাইশ। সে বাসায় বাবা-মাকে কাজে সহযোগিতা করে। তাই সে ভর্তি হয়েছিল বাউবিতে। এ বছর সাভার কলেজ কেন্দ্র থেকে এইচএসসি পাস করেছে। সে কয়েকদিন পূর্বে বাউবির এই সার্টিফিকেট কাজে লাগিয়ে স্থানীয় একটি এনজিওতে যোগদান করেছে। অনুরূপা দেবী শিক্ষকতা করেন ধামরাইয়ের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। তিনি বাউবির সাভার কলেজ কেন্দ্রের বিএসএস প্রোগ্রামের শেষ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী।

বৃত্তের বাইরে

চাকরির পাশাপাশি লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দিত। বিএসএস পাস করে বাউবি থেকে বিএড, এমএড করে নিজেকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে চান। শুধু আর্জিনা, ফারহানা, কোহেলী যূথিকা, মিলি বা অনুরূপা দেবী নন। আজ হাজার হাজার নারী শিক্ষার্থী বাউবির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। ফিরে পেয়েছেন নিজেদের নতুন জীবন। বাউবির সার্টিফিকেট কাজে লাগিয়ে কাজ যোগাড় করতে পারায় তাঁদের জীবনে এসেছে নতুন গতি। তাঁরা এখন ভীষণ খুশি। তাঁরা বলেন, বয়সের কারণে আমরা সাধারণ স্কুল-কলেজে অনেকটা বেমানান। আমরা কর্মজীবী ও বয়স্ক। বাউবি না থাকলে কোনদিনই আমাদের লেখাপড়া হতো না। পেতাম না চাকরি। বাউবি গরিব মেহনতী মানুষের বিশ্ববিদ্যালয়। বাউবির মতো আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন— যেখানে কারিগরি ও হাতে কলমের শিক্ষা রয়েছে।

মেজবাহ উদ্দিন তুহিন, বাউবি